তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬১৬

**বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উৎস হিসেবে বায়ুর আকার দিনে দিনে আরো বড় হবে**

 **-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উৎস হিসেবে বায়ুর আকার দিনে দিনে আরো বড় হবে। উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের ৯ টি স্থানে বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য বায়ু প্রবাহের তথ্য উপাত্ত (ডেটা) সংগ্রহ করে  Wind Mapping কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সার্বিক উপর্যুক্ততা যাচাই করে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

আজ মংলায় ৫৫ মেগাওয়াট বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে যদিও বায়ু থেকে মাত্র ২­৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলমান, ৫টি প্রকল্পের অধীনে আরো ২৩০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ প্রক্রিয়াধীন, তবুও বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আকার আরো বড় হবে। বাগেরহাট, মোংলায় স্থাপিত হতে যাওয়া ৫৫ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি এধরনের প্রকল্প বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতেও শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

আমেরিকার ন্যাশনাল রিনিউএবল এনার্জি ল্যাবরেটরি (NREL) প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বিশেষত খুলনার দাকোপ, চট্টগ্রামের আনোয়ারা এবং চাঁদপুরের নদী মোহনার এলাকাসমূহে ১০০ মিটার উচ্চতায় বাতাসের গড়বেগ ৬ মিঃ/সেঃ এর বেশি যা বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

চুক্তিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের  পক্ষে বোর্ডের সচিব গোলাম রাব্বানী ও মোংলা গ্রিণ পাওয়ার লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক Xu Wentao স্বাক্ষর করেন। ২০ বছর মেয়াদী এই চুক্তিতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ১৩ দশমিক ২০ সেন্ট। চুক্তি স্বাক্ষরের ২৪ মাসের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের  চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোংলা গ্রিণ পাওয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক Xu Wentao বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬১৫

**বিএনপির আন্দোলন মানে পুলিশকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ আর গণ্ডগোলের চেষ্টা**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি'র আন্দোলনের নমুনা হলো, আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি করা, পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা, সারাদেশে গণ্ডগোল করার অপচেষ্টা চালানো।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘নামসর্বস্ব যেসব রাজনৈতিক দলের সাথে তারা সংলাপ করেছে, সেগুলোর বাস্তবিক অর্থে কোনো অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু সাইনবোর্ড। তারা এই সমস্ত দল নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে বলে ঘোষণাও দিয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও এরকম একটি ঐক্য তারা করেছিল যার ফলাফল হচ্ছে নির্বাচনে বিএনপির পাঁচটি আসন। এ সব দলকে নিয়ে আন্দোলন করলে অতীতে যেমন জনগণ সাড়া দেয়নি, এবারও দেবে না।’

আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের বিএনপির আন্দোলন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

নির্বাচনের মাঠ থেকে বিএনপিকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে কি না সে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘নির্বাচনের মাঠ থেকে তো কেউ কাউকে সরাতে পারে না, নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের মাঠ থেকে ২০১৪ সালে বিএনপি পালিয়ে গিয়েছিল এবং ২০১৮ সালে নির্বাচনের মাঠ থেকে পালিয়ে গিয়ে পরে নির্বাচনের ট্রেনের পাদানিতে চড়ে নির্বাচনে গিয়েছিল। তো এবার তারা নির্বাচনের ট্রেনের পাদানিতে চড়বেন, না কি ট্রেনে চড়বেন সেই সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে। আমরা চাই বিএনপি নির্বাচনে আসুক, তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করুক।’

বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে আবারো সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচন হয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন কমিশন। আর সংবিধান অনুযায়ী অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সরকার দেশ পরিচালনা করছিল সেই সরকারই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, আমাদের দেশেও তাই হবে। অন্য কোনো বায়না ধরে কোনো লাভ নেই। মির্জা ফখরুল সাহেবকে তাদের কর্মীরা যেহেতু সাড়া দিচ্ছে না সেজন্য তাকে গরম বক্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে।’

এর আগে মন্ত্রী আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপকমিটি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Conference on Environmental Protection for Sustainable Development- ICEPSD-2022)-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন।

‘সবুজ বাংলাদেশ-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ (Green Bangladesh-Prosperous Bangladesh) প্রতিপাদ্য নিয়ে এ সম্মেলনের সমাপনীতে ড. হাছান বলেন, সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফিরেই পরিবেশ রক্ষার কাজে হাত দেন। ১৯৮২ সালে কৃষক লীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে বনায়ন শুরু করেন। আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকার জন্য সারাবিশ্বে সুপরিচিত।

বিশেষ অতিথি নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই দেশে প্রথম পরিবেশ সুরক্ষা ও বনায়ন নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদকের পদ প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে দলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন বর্তমান তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, যিনি এক দশক ধরে অত্যন্ত যত্নের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিশেষ অতিথি পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার বলেন, আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপকমিটির এই নিয়মিত আয়োজন যেমন দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করছে, তেমনি দেশ-বিদেশেও পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের  অগ্রণী অবস্থান ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরছে।

সম্মেলনের আয়োজক উপকমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হকের সভাপতিত্বে অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমদ, অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত সম্মানিত অতিথি, অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ স্বাগত ও আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সমাপনী বক্তা হিসেবে সভায় বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬১৪

**গীতিকার ও চলচ্চিত্রকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার ও চলচ্চিত্রকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর বারিধারায় আকস্মিক অসুস্থতায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের (৭৯) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তিকামনা করেন এবং তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, ‘জীবনভর সংগীত ও কণ্ঠ সাধনার যে অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা বিশ্বের সংগীতজগতে বিরল। তার অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননার চেয়েও মানুষের ভালোবাসা তার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। তার শিল্পীসত্তার মৃত্যু নেই।’

ড. হাছান বলেন, ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’, একতারা তুই দেশের কথা বল রে এবার বল’ এমন অসংখ্য কালজয়ী গানের রচয়িতা গীতিকবি সংঘের আজীবন সদস্য মাজহারুল আনোয়ার ২০০২ সালে একুশে পদক এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।'

পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, একাধিক বাচসাস পুরস্কারসহ গাজী মাজহারুল আনোয়ারের অর্জিত পুরস্কারের সংখ্যা ১১০ টি। দীর্ঘ ৬০ বছরের সংস্কৃতিসেবায় তিনি ২০ হাজারের বেশি গান রচনা করেছেন। বিবিসি বাংলার জরিপে সর্বকালের সেরা ২০টি বাংলা গানের তালিকায় তার লেখা তিনটি গান রয়েছে।

#

আকরাম/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬১৩

**বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল করা হচ্ছে**

 **---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বর্তমান সরকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের স্বীকৃতি ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। আইনের আলোকে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল করা হচ্ছে।

আজ রাজধানীর তেজগাঁওস্থ দৈনিক সমকাল পত্রিকার কার্যালয়ে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি কাউন্সিল আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে অনন্য অবস্থানে পৌঁছেছে। দেশের প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়ন হয়েছে। এখন সময় কথার নয়, কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার। ফিজিওথেরাপি পেশা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে সেবা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ সনজিত কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর আলোকে ইতোমধ্যে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

#

জাকির/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/২০৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬১২

**জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার তার সীমিত সম্পদ দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট তহবিলে ৪৮০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছি। তাছাড়া, আমরা আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত সাত বছরে জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যয় দ্বিগুণ করেছি। আমাদের এনডিসির পাশাপাশি আমাদের ন্যাপকেও বাস্তবায়ন করতে হবে।

আজ বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সাথে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব জাকিয়া আফরোজ, উপসচিব ধরিত্রী কুমার সরকার এবং পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার কামার আব্বাস খোখার উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, উন্নত এবং বৃহত্তর নির্গমনকারী দেশগুলো আমাদের সকলকে ক্রমবর্ধমান বিপদের মধ্যে ফেলে ১.৫০সেলসিয়াস তাপমাত্রার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের নির্গমন কমাতে যথেষ্ট আন্তরিক নয়। তিনি মিশরের শারম আল-শেখ-এ আসন্ন কপ ২৭ এর সময় জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্য পূরণের জন্য উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই অর্থ সরবরাহ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একই অঞ্চল ও গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় আসন্ন কপ ২৭ এর আলোচনা প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানেরও একই অবস্থান থাকা উচিত।

পাকিস্তানি হাইকমিশনার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হলেও বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করছে। তিনি আরো বলেন, এর জন্য ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই দায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একই ধরনের দাবি তুলতে পারে। তিনি এসময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রস্তাব করেন।

#

দীপংকর/পাশা/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৯৩৫ঘণ্টা

Handout Number : 3611

**Bangladesh reiterated her deep concern**

**over falling mortar shells inside Bangladesh from Myanmar**

Dhaka, 4 September:

Bangladesh reiterated her deep concern over falling mortar shells inside Bangladesh territory, indiscriminate aerial firing from Myanmar in the bordering areas, and air space violations from Myanmar. According to the latest report, on 3 September 2022 two mortar shells fell inside Bangladesh between BP 40 and 41. The Myanmar Ambassador in Bangladesh U Aung Kyaw Moe was asked to visit the Ministry of Foreign Affairs today to meet the Director General of Myanmar Wing. During the meeting, the Ambassador was also told that such activities are of grave threat to the safety and security of the peace-loving people, violation of border agreement between Bangladesh and Myanmar and contrary to the good neighborly relationship. The Ambassador was also urged to ensure that no trespassing of the internally displaced Myanmar Residents takes place from Rakhine. It was also stressed that a safe, secure and conducive environment in the place of their origin in Rakhine is essential for sustainable and voluntary repatriation of the displaced Rohingyas from Bangladesh. A diplomatic note was handed over to him today in this regard. The Ambassador assured to convey Bangladesh Government’s strong position on these incidents to his Headquarters.

Mentionable, earlier mortar shells were found inside Bangladesh launched using Myanmar territory. The Myanmar Ambassador was asked to come to the Ministry on 21 August and 28 August 2022 and protest notes were handed over to him conveying Bangladesh’s grave concerns. The Bangladesh Embassy in Yangon also raised the issue with the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar with much importance.

#

Pasha/Sanjib/Rafiq/Sanjib/Mahmud/Abbas/2022/1953 Hours

Handout Number: 3610

**The new Ambassador of Iran calls on**

**State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam**

Dhaka, 4 September:

The new Ambassador of Iran Mansour Chavoshi paid a courtesy call on State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam today at his office in the Ministry of Froeign Affairs in Dhaka.

The State Minister welcomed the new Ambassador of Iran and congratulated him on his appointment as Ambassador of Iran to Bangladesh. He mentioned that all possible support will be extended to the Ambassador during his tenure in Bangladesh. Bangladesh and Iran enjoy excellent relations in bilateral as well as in multilateral forums. The people of Bangladesh and Iran have strong historical and cultural bondage. There are ample scopes to further strengthen economic and trade and investment relations between the two countries. He requested for exchange of high level visits and more engagements in medical, food processing, ICT and energy sectors.

The Ambassador of Iran thanked the State Minister for receiving him at his office. He said that the Government of Iran is sincere in enhancing economic relations with Bangladesh. He expressed that he is very happy being Ambassador of Iran in Bangladesh. He said that Iran is ready to cooperate with Bangladesh in the medical, engineering and energy sector for mutual benefit of the people of Bangladesh and Iran. The State Minister briefed the Ambassador about the   impressive economic growth of Bangladesh under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He expressed that there is a lot of opportunity for Iran to invest in the Special Economic Zones of Bangladesh. The Ambassador highly appreciates the Government of Bangladesh for its continued economic success and social development.

#

Mohsin/Pasha/Rafiq/Sanjib/Mahmud/Abbas/2022/1931 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬০৯

**বিদেশ নয়, আগে নিজের দেশ ভ্রমণের পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

আগে বিদেশ নয়, নিজের দেশ ভ্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, এক জীবনে নিজের এই দেশের (বাংলাদেশ) সব বৈচিত্র্য দেখে শেষ করা যাবে না। তাই আগে নিজের দেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বৈচিত্র্য দেখা উচিত। অথচ ভ্রমণ শুনলেই আমাদের মনে হয় বিদেশ ভ্রমণ।

আজ মোহাম্মদপুর রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত ‘ঘুরে দেখো বাংলাদেশ উইথ ট্যালেন্ট ট্যুরিস্ট কম্পিটিশন’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে আমরা হাওর অঞ্চলের অসম্ভব সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখতে পাই। চরের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ বৈচিত্র্যময়। আমাদের সুন্দরবন আছে, আরো বনাঞ্চল আছে, চা বাগান আছে। ঢাকা শহর থেকে একটু বেরুলেই বিস্তীর্ন সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে সারা দেশে নানান জায়গায় অসংখ্য পুরাকীর্তি ছড়িয়ে আছে, আগের জমিদার, রাজাদের বাড়ি-ঘর আছে। যদিও বেশি ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তবে অনেকগুলো ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে। আমাদের মন্দির, মসজিদ আছে যেগুলোতে অনেক পর্যটক যান। কান্তজীর মন্দির কী অসাধারণ। টেরাকোটার কাব্য বলা হয়। না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়।

মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের নানান জায়গায় সুন্দর সুন্দর দিঘি আছে। তারপর আমাদের দেশে বিভিন্ন উৎসব আছে, বারো মাসে তের পার্বণ, আছে বিভিন্ন খাবারের বৈচিত্র্য। পাহাড়ি এলাকায় পোশাকের বৈচিত্র্য আছে। এত কিছু দেখার আছে, যা এক জীবনে দেখা সম্ভব নয়।

#

খায়ের/পাশা/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা

Handout Number : 3608

**Kuwaiti Ambassador calls on State Minister Shahriar Alam**

Dhaka, 20 Bhadra (4 September) :

The new Ambassador of the State of Kuwait to Bangladesh Faisal Mutlaq Al Adwani paid a courtesy call on with the State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam today at his office in the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka.

The State Minister welcomed the Envoy  in his office and congratulated him on  his assumption of new assignment as Ambassador to Bangladesh. He expressed happiness at the excellent bilateral relations between Bangladesh and Kuwait in the political, economic, defense, manpower and trade fields and urged the Ambassador to draw initiatives to strengthen the relationship by exploring new and emerging areas of collaboration including energy and health sectors. He then highlighted some recent transformations that have taken place in Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in the socio-economic sectors including the construction of the Padma Bridge, the Karnafulli tunnel, Metro-rail projects; the Express Highway etc. He also urged the Ambassador to undertake visits to various places in the country IT Parks, Economic Zones, etc. to look for investment opportunities in Bangladesh. Upon enquiry of the Ambassador on the Rohingya issue, the State Minister apprised him of the current state of the problem and sought Kuwaiti government’s political and economic support for solving the Rohingya crisis.

The Ambassador commended Bangladesh government’s quest for development and peace in its strides for economic emancipation and appreciated the capable and courageous leadership of the Prime Minister. The Ambassador conveyed the Kuwaiti government’s eagerness to work more closely with Bangladesh in areas of mutual interests.

The Ambassador sought support and cooperation from the State Minister in discharging responsibilities. The State Minister assured him all possible support and cooperation. Earlier, the Ambassador met the Foreign Secretary (Senior Secretary) in his office where they had discussed and exchanged views on bilateral issues of mutual interests.

#

Mohsin /Pasha/Sanjib/Mahmud/Shamim/2022/1835hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬০৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৩০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৬৬৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১ জন। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩২৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৫৭ হাজার ২৭১ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬০৬

**বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে আরো প্রদর্শনী করার নির্দেশ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করতে দেশে ও বিদেশে বেশি বেশি প্রদর্শনী করার নির্দেশ দিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক।

আজ রাজধানীর মতিঝিলস্থ করিম চেম্বারে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কর্তৃক আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী বহুমুখী পাটপণ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেডেপিসির নির্বাহী পরিচালক রেখা রাণী বালো।

মন্ত্রী বলেন, জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে, উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন-যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রচার প্রচারণাসহ বিদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করার কাজ চলমান রয়েছে। এসব মেলা পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী, বিপণনকারী, ব্যবহারকারী এবং বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে অধিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক হবে। Expo-2020, Dubai সহ সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মেলায় বহুমুখী পাটপণ্যের প্রতি মানুষের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জেডিপিসির কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যতো পারেন পাটপণ্যের মেলার আয়োজন করতে হবে। এতে দেশে পাটপণ্যের চাহিদা যেমন বাড়বে তেমনি এখাতের উদ্যোক্তাদের বিক্রিও বাড়বে। এতে করে তারা দেশের বাইরেও পাটপণ্য রফতানি করতে উৎসাহী হবে । এবছর মেলা কয়টি করবেন আমাদের জানাবেন। মেলা হলে উদ্যোক্তারা লাভবান হবে। অনেক উদ্যোক্তাই দেশের বাইরে যেতে পারে না। মেলা হলে তারা লাভবান হবে।’

তিনি বলেন, পাটখাতে সরকারের নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এখাতটি অসামান্য অবদান রাখছে। যদিও কালের পরিক্রমায় কৃত্রিম তন্তু (পলিথিন)-এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের চলমান পৃষ্ঠপোষকতার কারণে পাটখাতের হৃত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার এবং অধিক সমৃদ্ধশালী করা সক্ষম হয়েছে।

করিম চেম্বারে চলমান পাঁচদিনের এই প্রদর্শনী শেষ হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই মেলা চলবে। এবার মেলায় ৩৩টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। তারা বহুমুখী পাটপণ্যের পসরা সাজিয়েছেন। বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন। প্রদর্শনী পাটের প্রায় সব পণ্য রয়েছে।

#

সৈকত/পাশা/আব্বাস/২০২২/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬০৪

**গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

স্বাধীনতা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত কিংবদন্তি গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, গাজী মাজহারুল আনোয়ার ছিলেন একাধারে চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, গীতিকার ও সুরকার। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গানের মত কালজয়ী গানসহ স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম নিয়ে তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় গান লিখেছেন। জীবদ্দশায় ২০ হাজারের বেশি গান রচনা করেছেন তিনি। বিবিসি বাংলা তৈরিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশটি বাংলা গানের তালিকায় রয়েছে তাঁর লেখা তিনটি গান। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সংগীত ও চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতি অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টি ও কর্মের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙালির হৃদয়ে চিরজাগরুক হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী কিংবদন্তি গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার (৭৯) আজ সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে নেয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

#

ফয়সল/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/সাজ্জাদ/শামীম/২০২২/১৩০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬০৩

**৫ সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি শুরু**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম ৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টা থেকে শুরু হবে। এ ভর্তি কার্যক্রম চলবে ২০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। এ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট ([www.nu.ac.bd/admissions](http://www.nu.ac.bd/admissions)) থেকে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে।

আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

#

আতাউর/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/রেজ্জাকুল/সাজ্জাদ/শামীম/২০২২/১১.৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬০২

**বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের ভিত তৈরি করেছেন**

 **- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশ জাপান সম্পর্ক তুলনাহীন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে জাপান সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের ভিত তৈরি করেছেন। পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। এশিয়া অঞ্চলে জাপান শিল্প বিপ্লবে ভূমিকা রেখে আমাদের গর্বিত করেছে। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু জাপানের কাছে শেখার অনেক কিছু আছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হকস বে অটোমোবাইলস লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী আবদুল হকের জাপান সম্রাটের অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান পুরস্কার অর্জন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সরকার এবং বেসরকারি খাত, যৌথ সহযোগিতা সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে আবদুল হক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। কম্পিউটারের ওপর থেকে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহারে তৎকালীন এফবিসিসিআই নেতা আবদুল হকের ভূমিকা মন্ত্রী গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাপানের রাষ্টদূত ইতো নাওকি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

রাষ্ট্রদূত নাওকি ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরকে দুদেশের সম্পর্কোন্নয়নে ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের আড়াই হাজারে জাপানি ইপিজেড প্রতিষ্ঠার বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের বিষয়ে সবিস্তারে তুলে ধরেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/সাজ্জাদ/আসমা/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা